চিটফান্ডে কোটি কোটি মানুষ প্রতারিত

একের পাতার পর

তুলেছিল। এ রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত সরকারের আমলে ভেরোনা, সঞ্চয়িনী, ওভারল্যান্ড প্রভৃতি চিটফান্ড সংস্থা জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা তুলে কিছুদিন পর ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে পালিয়েছে।

কেন চিটফান্ডের দিকে মানুষ বেশি করে ঝুঁকলো? সকলেই জানেন '৯০-এর দশকে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণ করে। তখনই এ দেশে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প ধীরে ধীরে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। ক্ষুদ্রসঞ্চয়ের স্কিমগুলোর সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হল, সুদ কমানো হল। সরকারের পক্ষ থেকে ধীরে ধীরে এই প্রকল্প গুটিয়ে নেওয়ার ছক কষা হল। এরই সাথে সারা দেশ জুড়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও পোস্ট অফিসের পরিষেবা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সারা দেশে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এমনকী ছোট ছোট গ্রামেও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও পোস্ট অফিস ব্যাংঙ্কিই ছিল না বললেই চলে। এই সময়টাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের আর বি আই, সেবি, আর ও সি-র অনুমোদন নিয়ে সারদা, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্ট, অমৃত, পিএসিএল, বিশাল গ্রুপ টোগো, এমপিএস সহ আনুমানিক চার শতাধিক চিটফান্ড কোম্পানি রাজ্য সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে।

> "এই সব চিটফান্ড চালাতে কেন কেন্দ্রীয় সরকার অ্যালাও করল? গরিব মানুষ বাঁচার জন্য বাড়তি অর্থের আশায় একটু বেশি সুদ চায়। সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পে ক্রমাগত সুদ কমিয়ে সরকার ব্যবসা প্রাইভেটের হাতে তুলে দিয়ে চিট ফান্ডের নামে চিটিং ফান্ড চলতে দিল। এভাবে যে টাকা বাড়ানো যায় না, এটা যে ফাটকাবাজি, লোক ঠকানো সর্বনাশ— একথা কি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জানা ছিল না? এরা মিডিয়া ও অন্যান্য সকল উপায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জনগণকে সতর্ক করেনি কেন?
>
> ...
>
> আমরা মনে করি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে এভাবে পথে বসাবার পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে, রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। ভারতবর্ষের কর্পোরেট সেক্টর, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লোকসান হচ্ছে বলে, এবারকার বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান পাবলিক ফান্ড থেকে দিয়েছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার উপর ঋণের বোঝা (ডেফিসিট) নিয়ে চলছে, তাদের তো একচেটে পুঁজিপতিদের জন্য সমপরিমাণ টাকা অনুদান দিতে আটকালো না। কর্পোরেট সেক্টরের প্রতি তাদের এতই বদান্যতা। তা হলে সেই সরকার চিটফান্ডে আমানতকারী সর্বস্বান্ত মানুষদের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা দিতে পারে না! দেওয়া তার নৈতিক কর্তব্য নয়?"
>
> ২৪ এপ্রিল ২০১৩ শহিদ মিনার ময়দানের জনসভায়
> সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

তীব্র বেকারত্বের জ্বালায় কোটি কোটি যুবক-যুবতী জীবিকার সংস্থান না করতে পেরে যখন দিশাহারা, ঠিক তখনই চিটফান্ড কোম্পানিগুলো এদেরকে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করে। আবার এরা যতটুকু কমিশন পেয়েছিল তাও নিজ নিজ কোম্পানিতে আমানতকারী হিসাবে বিনিয়োগ করে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চিটফান্ড কোম্পানির উৎপাদিত ছোট দু'চাকার মপেড গাড়ির উদ্বোধন করেছেন, সঙ্গী ছিলেন প্রয়াত শিল্পমন্ত্রী নিরুমপম সেন। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এমপিএস কোম্পানির মালিক প্রমথনাথ মান্নার মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। চিটফান্ড কোম্পানিগুলোর আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্পের নানা স্কিম সম্পর্কে তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বলেছেন, এরা বেকারি দূর করছে ও জনগণকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়ে এবং আকর্ষণীয়ভাবে নানা লাভজনক স্কিমের পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের উপকার করছেন। এইসব কথা কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে টাকা রেখেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুরে সারদা সিটি গড়ে তোলার জন্য বহু একর জমি থেকে চাষিদের উৎখাত করার ক্ষেত্রে তদানীন্তন তৃণমূল এমএলএ মদন মিত্রের সহযোগী ছিল ওই অঞ্চলের দাপুটে সিপিএম নেতারা।

সারা দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই চিটফান্ডের রমরমা ছিল সবচেয়ে বেশি। সারা রাজ্যে কোম্পানিগুলো পঞ্চাশ লক্ষ এজেন্ট নিয়োগ করেছিল। জনগণের থেকে বৃহৎ কোম্পানি ছাড়া আরও অসংখ্য ছোট ছোট কোম্পানি চার লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে। কিছু দিন আগে ত্রিপুরার নির্বাচনে সিপিএম পরাজিত হওয়ার পর তাদের রাজ্য সম্মেলনে সম্পাদকীয় রিপোর্টে স্বীকার করেছে, তাদের নির্বাচনী বিপর্যয়ের নানা কারণের মধ্যে চিটফান্ডও বিপর্যয় ঘটাতে সাহায্য করেছে। কারণ ওই রাজ্যে সিপিএমের বহু নেতা ও মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্য চিটফান্ড কোম্পানিগুলোকে মদত দিয়েছেন। সম্প্রতি সারদার মালিক সুদীপ্ত সেনকে কোর্টে তোলা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি ওই সিপিএম নেতাকে (নাম উল্লেখ করেছেন) বহু সাহায্য করেছি। ও এখন চিটফান্ড নিয়ে রাস্তায় নামছে কেন?

চিটফান্ড ও বিজেপি

বিজেপিও তার দায় অস্বীকার করতে পারবে না। অটলবিহারী বাজপেয়ী ক্ষমতায় থাকাকালীন চিটফান্ড কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেলেও দেশের কোথাও চিটফান্ড কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেননি এবং আমানতকারীদের টাকা ফেরতেরও কোনও ব্যবস্থা করেননি। ২০১৪ সালের ৯ মে সুপ্রিম কোর্ট চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তের ভার সিবিআইকে দেয়। কিন্তু সিবিআই তদন্তের বিশেষ কোনও অগ্রগতি হয়নি। দোষী ব্যক্তিদের বেশিরভাগকেই ধরা হয়নি। আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার একজন প্রধান কাণ্ডারি অতীতে কংগ্রেসের ও বর্তমানে বিজেপির অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা চিটফান্ডের সঙ্গে জড়িত। ইনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট ছোট রাজ্যে ও ত্রিপুরায় শত শত কোটি টাকা খরচ করে বিজেপিকে ক্ষমতাসীন করতে সাহায্য করেছেন। ইনি প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। এ রাজ্যে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা যার নাম চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত সেই মুকুল রায় আজ প্রধানমন্ত্রীর পাশে। সম্প্রতি ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির নির্বাচনী বিপর্যয়ের বহু কারণের মধ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি অন্যতম কারণ। ওখানকার বহু বিজেপি নেতা কেলেঙ্কারিতে যুক্ত। সম্প্রতি মোদি সিবিআই তদন্ত নিয়ে তৎপরতার ভান করলেও এর উদ্দেশ্য যে লোকসভা ভোট তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২০১২ সালের শেষে চিটফান্ড কোম্পানিগুলি এক এক করে বন্ধ হতে শুরু করলে বলেছিলেন— 'যা গেছে তা যাক'। পরবর্তী সময়ে ৫০০ কোটি টাকা আমানতকারীদের মধ্যে বিলি করার জন্য বরাদ্দ করেন। মূলত সারদা কোম্পানির সম পরিমাণের আমানতকারীদের মধ্যে এই টাকা বিলি শুরু হয়েছিল। ৫০০ কোটি টাকার সংস্থান করার জন্য সেই সময়ে তামাক জাতীয় দ্রব্যের উপর ট্যাক্স চাপিয়েছিলেন, যা আজও চালু আছে। সবাইকে টাকা ফেরত দেবেন এই আশ্বাস দিয়ে শ্যামল সেন কমিশন গঠন করেন। শ্যামল সেন কমিশন যতদিন কাজ করেছে সেই স্বল্পকালে প্রায় ১৯ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল। ২০১৪ সালের ৯ মে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে টাকা বিলি বন্ধ করে দেন ও শ্যামল সেন কমিশনও বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাধারণ আমানতকারী ও এজেন্টরা দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করতে শুরু করেন। আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা ৩০০-র অধিক। সারা রাজ্যে সাধারণ এজেন্টরা আক্রমণের লক্ষ্য হতে থাকেন। হাজার হাজার এজেন্ট আক্রান্ত হন ও তাদের পরিবারও বাদ যায় না। অসংখ্য এজেন্টদের বাড়িঘর লুট হয়। হাজারে হাজারে এজেন্ট বাড়ি ছাড়া হন। সেই সময় রাজ্য সরকার এদের পাশে দাঁড়াননি, কেন্দ্রীয় সরকারও দাঁড়ায়নি।

আমানতকারীদের ৩০০ কোটি টাকা ফেরানোর দাবি সঠিক নয়

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, সরকার চিটফান্ড আমানতকারীদের ৩০০ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে। এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী। তিনি বলেন, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর পরই রাজ্য সরকার ৫০০ কোটি টাকা আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। এ জন্য তামাক জাতীয় পণ্যের উপর ট্যাক্স চাপানো হয়েছে, যা আজও চালু আছে। সরকার সারদার আমানতকারীদের মাত্র ১৯৬ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে। পরে সরকার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত চলছে এই অজুহাতে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। একই সাথে শ্যামল সেন কমিশনও তুলে দেওয়া হয়। ফলে ৩০০ কোটি টাকা ফেরতের দাবি ভিত্তিহীন।

তাঁর দাবি, অবিলম্বে সমস্ত চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের টাকা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে ফেরত দিতে হবে, সরকারি প্রতিশ্রুতি মতো এজেন্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে, আত্মঘাতী আমানতকারীদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, শ্যামল সেন কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে, পাঁচ বছর ধরে চলা সিবিআই ও ইডি-র তদন্তের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট জনসমক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকাশ করতে হবে, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয়া মঞ্জুলা চেল্লুর ২০১৬ সালে মাননীয় বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদারের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ও হাইকোর্ট ৪৫টি কোম্পানিকে টাকা ফেরতের নির্দেশ দেয়। কোম্পানিগুলির আইনজীবীরা হাইকোর্ট ও কমিশনের রায়কে মান্যতা দিয়ে টাকা ফেরতের অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই টাকা ফেরতের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজ্য সরকার তা পালন করেনি। টাকা ফেরতের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা দুরস্ত, আন্দোলনরত আমানতকারী ও এজেন্টর সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে কথা বলার সময়টুকু দেননি।

আমানতকারী ও এজেন্টদের সংগঠন চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার কমিটি দাবি তুলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যকে দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কোম্পানির আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে হবে, সমস্ত এজেন্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে, আত্মহত্যাকারী পরিবারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সিবিআই ও ইডির তদন্তের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে, এই কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত সমস্ত দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিতে হবে।

এই দাবিগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সুকৌশলে তরজার জাল বিস্তার করে এই মূল প্রশ্নগুলিকে আড়াল করছে। কারণ এরা সকলেই এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। জনসাধারণ, আমানতকারী ও এজেন্টদের বুঝতে হবে এরা শুধু চিটফান্ডের প্রতারণার সঙ্গেই যুক্ত তা নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাতরণা করছে জনগণের সঙ্গে। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে যে কেউ বুঝবেন এদের শাসন কীভাবে প্রতারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণার সূতিকাগৃহ তার পৃষ্ঠপোষক-রক্ষক এরা। ফলে এদের প্রত্যেকটি ভূমিকা প্রতারণামূলক। এদের প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে এমন প্রতারণা চলতেই থাকবে। মোদি-মমতার তরজায় না ভুলে জনস্বার্থ কোন পথে এটিই আজ জরুরি প্রশ্ন।

চিটফান্ড ঃ সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল কে কোথায় দাঁড়িয়ে

(প্রতারক চিটফান্ড মালিকদের কোটি কোটি টাকা লুঠ করার ব্যবসায় সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যে প্রত্যক্ষভাবে মদত জুগিয়েছেন, তার বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরা যতই সাধু সাজার চেষ্টা করুক না কেন, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বাইরে এদের বিরোধিতা যাই থাকুক, জনগণের টাকা আত্মসাতের ক্ষেত্রে এই সব পার্টিগুলি একই সারিতে দাঁড়িয়ে। পুঁজিবাদের এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে এই ব্যবস্থার সেবক দলগুলি আজকের দিনে সৎ থাকতে পারে না। এর থেকে মুক্ত থাকতে পারে তারাই যারা পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত। চিটফান্ড নিয়ে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর তরজার প্রেক্ষিতে সেইসব সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সংক্ষিপ্ত আকারে ৬৫ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৭ মে ২০১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হল।)

চিটফান্ড ও সিপিএম

- বেহালায় জমির কারবার দিয়ে পথ চলা শুরু সুদীপ্ত সেনের। অনেকেই জানেন, সেই পথে পাশে পেয়েছিলেন এলাকার এক সিপিএম মাতব্বরকে। দলের কলকাতা জেলা কমিটির প্রবীণ ঐ মাতব্বরের অঙ্গুলিহেলনে অন্ধকার জগতের লোকজনের সাহায্যে জোকা-বিষ্ণুপুর এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি হাতিয়েছিলেন সেনবাবু। — বর্তমান ২২.৪.২০১৩
- বিষ্ণুপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, সারদার উত্থান লগ্নের গোড়ায় ছিল প্রাক্তন শাসক দল সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর বদান্যতা। সিটুর বাস ইউনিয়নের দাপটে দুই নেতা পীযূষ নস্কর ও প্রশান্ত নস্করের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর এলাকার ভাসা কোনচৌকি অঞ্চলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সময়ে সারদা সিটি গড়ে তোলার জন্য জমি দখলের ক্ষেত্রে এই দুই নেতা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মস্তানের ভূমিকা পালন করেছে। — এই সময় ২৬.৪.২০১৩
- ১২ মে, ২০১৩ বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবির বর্ণনা ঃ দু'টি চিটফান্ড সংস্থার সর্বময় কর্তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে বুদ্ধদেববাবুর ছবি দেখা যাচ্ছে। একটি আবার খোদ মহাকরণে নিজের চেয়ারে ঐ সংস্থার সঙ্গে বৈঠকের পরের ছবি। অন্য ছবিটিতে এক চিটফান্ড কর্তা, যাঁদের কাছে ঘেঁষতে দেননি বলে দাবি করেছিলেন বুদ্ধদেববাবু, প্রায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কোলে উঠে পড়েছেন। সেই আসরে সিপিএমের আরও এক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছবিতে ধরা পড়েছেন। বর্তমানে যিনি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে চিটফান্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছেন, সেই মহম্মদ সেলিম।
- সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি সারদা গোষ্ঠীর কাছ থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ প্রচুর টাকা নিত। গণশক্তি পত্রিকায় সারদার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ায় এই সংস্থার পেছনে রাজ্যের তৎকালীন সিপিএম সরকারের মদত জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকারের মদত থাকায় জনগণ নির্ভয়ে টাকা রাখা শুরু করে। — এই সময়, বর্তমান ২৬. ৪. ২০১৩
- প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর সি এ গণেশ দে কেবল সল্টলেকে নয়, নদীয়ার চাকদহে সারদাকে বিশাল জমি পাইয়ে দিয়ে মোটা টাকা কামিয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিকে অসীমবাবুর নির্বাচনকেন্দ্র খড়দহে পুষ্প প্রদর্শনীর জন্য গণেশবাবু ৮ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে সিপিএম নেতৃত্বের কাছে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। — বর্তমান, ৭.৫.২০১৩
- সারদা কান্ডে তদন্তকারী সি আই ডি অফিসারদের তিনি (গণেশ দে) জেরার জবাবে জানিয়ে দিয়েছেন, খোদ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে (সিপিএমের সদর দপ্তর) নিজে গিয়ে চিট ফান্ডের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এসেছেন।— বর্তমান ৮.৫.২০১৩
- সুদীপ্ত জেরায় আরও জানিয়েছেন, প্রাক্তন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ অঞ্জন ভট্টাচার্যকে তিনি মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দিতেন। — বর্তমান ৫.৫.২০১৩
- বাম আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'শতদল' চিটফান্ডের অন্যতম কর্তা তিনি (প্রমথ নাথ মান্না)। নয়ের দশকে আমানতকারীদের থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে প্রতারণা করে ঐ সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রতারণার অভিযোগে বাম আমলে প্রমথবাবুকে দু'মাস জেলও খাটতে হয়েছিল। কিন্তু যার মাথার উপর আলিমুদ্দিনের (সিপিএমের সদর দপ্তর) সর্বময় কর্তার হাতে রয়েছে, তাকে আটকে রাখে কে? তাই বাম আমলেই তিনি এম পি এস নামে আরও একটি চিটফান্ড খুলে বসেন। ...২০১৩ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি বিমানবাবু ঐ চিটফান্ড কর্তার মেয়ের বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন। — বর্তমান ৯.৫.২০১৩
- শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ত্রিপুরাতেও চিটফান্ড সংস্থাগুলির সঙ্গে সিপিএমের যোগসাজশের খবর সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র লিখেছে, সব থেকে বড় চিটফান্ড গোষ্ঠী রোজভ্যালির অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নিজে অনেকবার উপস্থিত থেকে তাদের কাজকর্মকে কার্যত বৈধতা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা দলীয় মুখপত্রে এই সব সংস্থার প্রচারও দিয়েছেন। — বর্তমান, ২৬.৪.২০১৩
- সিপিএম বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা সংবাদমাধ্যমে বলেন, এ রাজ্যে অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির কেলেঙ্কারি নিয়ে যদি সিবিআই তদন্ত হয়, তাহলে ১৯৭৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত যত অপকর্ম হয়েছে সবই তদন্তের আওতায় আসা দরকার। তাঁর সাফ কথা, ' আমাদের দলও ধোয়া তুলসীপাতা নয়'। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩

চিটফান্ড ও তৃণমূল

- ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে রাজ্য-রাজনীতিতে পরিবর্তনের শুরু। সুদীপ্তবাবু কারবার বাড়াতে সিপিএমের সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূলে ভিড়ে যান। জনগণের কাছ থেকে তুলে আনা কোটি কোটি টাকার থলি নিয়ে সেনবাবু ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এমন একজনের সন্ধানে, যিনি মমতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। — বর্তমান ২২.৪.২০১৩
- তৃণমূল নেতা পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র বলেন, ২০০৯-এ বিষ্ণুপুরে আমাদের কয়েক হাজার ছেলে এসে আমায় জানাল, সারদা গার্ডেন্সের পাশে স্বামীনাথন মন্দির হবে। আমাকে যেতে হবে। আমি ঐ অনুষ্ঠানে যাই। সেখানেই আমি প্রথম সুদীপ্ত সেনকে দেখলাম। তিনি মন্দির তৈরির জন্য বহু কোটি টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। সেই অঙ্গীকারের পর হাজার হাজার ছেলে সুদীপ্ত সেনের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। আমাকে বলা হয়েছিল, বিষ্ণুপুর পূর্বের সিপিএম বিধায়ক ওদের উপর গুণ্ডামি করেছে। তাই বলেছিলাম, যদি আপনাদের উপর কেউ অন্যায়, অত্যাচার বা গুণ্ডামি করে, তাহলে আমাকে বলবেন। আমি বিধায়ক হিসাবে নিশ্চয়ই দেখব। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩
- তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ সদস্য কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে নামমাত্র টাকায় চ্যানেল বিক্রি করার অভিযোগ আনলেন সারদা-কর্তা সুদীপ্ত সেন। ...কুণাল ঘোষকে ধরেই তিনি রাজ্য সরকারকে নানাভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিলেন। ...সারদার কর্ণধার তার মিডিয়া ব্যবসার মাথা হিসাবে কুণালকে মাসে ১৫ লক্ষ টাকা মাইনে দিতেন। ...সিবিআইকে লেখা সুদীপ্তর চিঠিতে কুণাল ছাড়াও তৃণমূলের আরও এক রাজ্যসভার সদস্য সৃঞ্জয় বসু সম্পর্কেও বলা হয়েছে অনেক কথা। তাঁর সম্পাদিত বাংলা দৈনিকের (সংবাদ প্রতিদিন) সঙ্গে মাস প্রতি ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়ার চুক্তি হয়। সুদীপ্ত এই চিঠিতে দাবি করেছেন, কুণাল অ্যান্ড কোম্পানি তাঁকে আশ্বাস দেয়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দিক থেকে তাঁর ব্যবসাকে পুরো সুরক্ষিত করা হবে। — বর্তমান ২৫.৪.২০১৩
- জঙ্গলমহলে সারদা গোষ্ঠী প্রায় ৬টি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছিল। — এই সময় ২৫.৪.২০১৩
- সারদা কাণ্ডের তদন্ত শেষমেষ সিবিআই-এর হাতে যেতে পারে এই আশঙ্কায় রীতিমতো ভয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ... ২ কোটি টাকায় ছবি কেনা থেকে শুরু করে দলের জন্য সারদা কর্ণধার কখন কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই সবই জানাজানি হয়ে যেতে পারে। — বর্তমান ২৭.৪.২০১৩
- ২ মে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে দলীয় জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ বলতে পারবেন না, 'জাগো বাংলা' কোনও চিটফান্ডের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন নিয়েছিল। ...মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঐ দাবি করলেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। বাংলা ১৪১৯, ইংরেজি ২০১১ সালের 'জাগো বাংলা' উৎসব সংখ্যায় 'ইনসাইড ব্যাক কভার' এর বিজ্ঞাপনই দিয়েছিল সারদা পরিচালিত বৈদ্যুতিন মাধ্যম 'চ্যানেল টেন'। এখানেই শেষ নয়, সেখানে ৮১ পাতায় রীতিমতো 'সারদা' লোগো ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে 'সকালবেলার'। — বর্তমান ৪.৫.২০১৩
- সুদীপ্ত সেন পূর্ব ভারত ছাড়িয়ে চিটফান্ডের জাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন উত্তর ভারতের গো-বলয়েও। সেই পথ প্রশস্ত করতে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল টাকাও ঢেলেছিলেন। এবং অভিযোগ, সেক্ষেত্রেও তৃণমূলই ছিল সারদা কর্তার প্রধান ভরসা। বস্তুত উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল যাতে প্রার্থী দেয়, সেজন্য সবিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন সারদা কর্তা। সূত্রের খবর, এর জন্য সমাজবাদী পার্টির এক প্রাক্তন নেতা এবং কংগ্রেসের এক প্রাক্তন এম পি-কে কাজে লাগানো হয়। উত্তরপ্রদেশে ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূল। সারদা কর্তার সমর্থনপুষ্ট হয়েই প্রচারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩
- ব্যবসার সমস্যা এড়াতে তৃণমূলের এক সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতার পরামর্শেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলে জেরায় জানালেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন। ...পালিয়ে থাকার সময় ঐ নেতা যোগাযোগ রাখার জন্য তাঁকে তিনটি নতুন প্রি-পেড সিমকার্ড কিনে দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং মণিপুরের তিন তৃণমূল নেতা মারফত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন ঐ নেতা। ... কিন্তু ভুলেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও তৃণমূল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। — বর্তমান ১২.৫.২০১৩

চিটফান্ড ও কংগ্রেস

- নভেম্বর ২০১২ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু) মনমোহন সিং- কে চিঠি পাঠিয়ে সারদা সহ চিটফান্ডগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। মার্চ ২০১৩ তিনি এই অভিযুক্তের তালিকা থেকে সুদীপ্ত সেন ও তার কোম্পানিকে অব্যাহতি দিতে বলেন। — বর্তমান ২৬.৪.২০১৩
- বাম জমানায় সিপিএমের ছত্রছায়ায় থাকা চিটফান্ড সংস্থা এমপিএস-এর কর্তা প্রমথনাথ মান্না পালাবদল হতেই ধরে নেন তৃণমূল এবং কংগ্রেস মন্ত্রীদের। তৃণমূলের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র পাঁশকুড়ায় এমপিএস-এর ধাবার উদ্বোধন করেছিলেন। আর কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া কলকাতায় 'গুণীজন সংবর্ধনা'র একটি অনুষ্ঠানে হাজির করেছিলেন সংস্থার কর্ণধারকে। — বর্তমান, ১৪.৫.২০১৩
- রাজস্থান ও ওড়িশায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস এবং বিজু জনতা দলের কয়েকজন নেতাকে ধরে এগোতে চেয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন। ওই দুই রাজ্যে, যথাক্রমে উদয়পুর এবং ভুবনেশ্বরে সারদার ব্রাঞ্চ অফিসও খোলা হয়। তবে এই দুই রাজ্যে শেষপর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি সারদার কর্তার পরিকল্পনা। বাংলার মতো কোনও রাজ্যেই বস্তুত রাজনীতির কারবারিদের হাত ধরে তাঁর ব্যবসার পরিকল্পনা তেমন দাঁড়ায়নি। — এই সময় ২৭.৪.২০১৩
- আসামের এক চ্যানেলের মালকিন, কংগ্রেস নেতা মাতঙ্গ সিংহের প্রাক্তন স্ত্রী মনোরঞ্জনা সিংহ তার কাছ থেকে ২৫ কোটি টাকা নিয়েছেন বলে সুদীপ্ত চিঠিতে অভিযোগ করেন। চিঠি অনুযায়ী, মনোরঞ্জনা ও তাঁর আইনজীবী নলিনী চিদম্বরম মনোরঞ্জনার চ্যানেলে ৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য সুদীপ্তকে চাপ দিচ্ছিলেন। চিঠিতে অভিযোগ, মনোরঞ্জনা লোভ দেখান, নলিনীও বলেন তাঁর স্বামী কেন্দ্রে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম সারদার পাশে দাঁড়ালে ব্যবসার উন্নতি অবধারিত। — আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.৪.২০১৩

চিটফান্ড ও পুলিশ

- জেলায় জেলায় গড়ে ওঠা সারদার সাম্রাজ্য মসৃণভাবে চালাতে গেলে স্থানীয় থানাগুলিকে 'রসেবশে' রাখা যে জরুরি, তা সুদীপ্ত সেন ভালই বুঝেছিলেন। তাই নিরাপদে চিটফান্ড ব্যবসা চালাতে বিভিন্ন থানার ওসি- দের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা এজেন্টদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে আগেই সরিয়ে রাখতেন বলে সিট (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) জানতে পেরেছে। .... বাছাই করা এক একটি থানায় বছরে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা ভেট পাঠানো হত, এমন তথ্যও উঠে আসছে। কোথাও কোথাও এই অঙ্ক ছিল ৩০ লাখ, ৪০ লাখ পর্যন্ত। টাকার অঙ্ক নির্ভর করত জেলা ও থানার গুরুত্ব অনুসারে। এই টাকা থানার অফিসারদের মধ্যে ভাগ হয়ে যেত। — বর্তমান ৪.৫.২০১৩
- বিধাননগর পুলিশের তদন্তে এসেছে প্রাক্তন কিছু পুলিশ কর্তার সারদা ঘনিষ্ঠতার চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। দেবেন বিশ্বাসের মতো আই পি এস অফিসাররা ছিলেন সুদীপ্ত সেনের ' ক্রাইসিস ম্যানেজার'। এ ছাড়া আরও অন্তত ৩০ জন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, এদের মধ্যে ছিলেন সিআইডি-রও কয়েকজন। দেবেনবাবুর অবশ্য দাবি, তিনি সারদার দু'একটি সভায় গিয়েছিলেন তৎকালীন সিপিএম বিধায়ক হিসেবে। — এই সময় ১.৫.২০১৩

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শিক্ষা কনভেনশন

৩ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর রেল ময়দানে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করা, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা, শিক্ষার স্বাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, শিক্ষার গেরুয়াকরণ রোধ প্রভৃতি দাবিতে জেলাব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মনোজ গুহ, অধ্যাপক সোমা রায়, প্রধান শিক্ষক কানাই লাল দাস, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক, সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক কার্তিক সাহা এবং সদস্য সৌরভ মুখার্জী। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন লক্ষ্মণ মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। অধ্যাপক মনোজ গুহকে সভাপতি, জয়দেব জাতুয়াকে সম্পাদক এবং রীতা সরকারকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মদবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কয়েক মাস আগে মগরাহাট থানার মুল্টি অঞ্চলের তসরালা গ্রামে মদের দোকান ও বার খোলার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আজ তা বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলন শুরু হয়েছে যুগদিয়া ও গোকর্ণী অঞ্চলে, মন্দিরবাজার থানার মাধবপুর-যাদবপুর গ্রামে, কুলতলী থানার দেউলবাড়ি অঞ্চলের মানিকপীরের মোড়ে।

সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাজার হাজার মানুষ কোথাও 'নাগরিক মঞ্চ', কোথাও 'মহিলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ', কোথাও 'সমাজকল্যাণ কমিটি' তৈরি করে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। এতে মহিলাদের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। নেতৃত্ব দিচ্ছেন অল ইণ্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। ঘটছে পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষও। গোকর্ণীতে বিক্ষুব্ধ জনতা মদের দোকান, মদবোঝাই গাড়ি ভেঙে দিয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি সেখানে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরবাজারে হাজারখানেক মানুষ প্রায় ৩ ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করেন। শেষে আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে মদের দোকান বন্ধ করার বিষয়ে ভেবে দেখার আশ্বাস দিলে অবরোধ তোলা হয়। সারা জেলা জুড়ে মদবিরোধী আন্দোলনে সংঘবদ্ধ জনতার একটাই বক্তব্য— সমাজ-সভ্যতা ধ্বংসকারী সর্বনাশা মদ বিক্রির সরকারি সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকরী হতে দেব না। অবিলম্বে সরকারকে মদ বিক্রির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

সঠিক ভোল্টেজে বিদ্যুতের দাবি অ্যাবেকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু এবং বোরো চাষের মরসুমে যাতে কোনও মতেই লো-ভোল্টেজের সমস্যা না হয় সেজন্য বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার বাঁকুড়া জেলা কমিটি ৭ ফেব্রুয়ারি জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও স্মারকলিপি দেয়। বিদ্যুতের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করে অ্যাবেকা নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়া মিটার-রিডিং ছাড়াই বিল করা, বাঁশের খুঁটির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা প্রভৃতির বিরোধিতা করা হয়। কর্তৃপক্ষ এই সময়ে সঠিক ভোল্টেজে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, সভাপতি হরিপদ সোরেন প্রমুখ।

স্বচ্ছ বদলি নীতি চেয়ে আন্দোলনে সরকারি ডাক্তাররা

স্নাতকোত্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি চাকরিরত সকল যোগ্য ডাক্তারদের উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ দেওয়া, স্বচ্ছ বদলিনীতি, পদোন্নতি নীতি প্রণয়ন, বদলি নিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ বন্ধ করা, ডিরেইলমেন্ট প্রথা বাতিল করা, স্বাস্থ্যদপ্তরে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, সহ সভাপতি ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ শেখ নাওয়াজুর রহমান প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় বাজেটে দলিত ও আদিবাসীদের নানা খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে

এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এস সি, এস টি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন, ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর এস সি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি, ইগনু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানা শিক্ষামূলক সংস্থায় বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

তীব্র দারিদ্রের কারণে তপসিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত যে সমস্ত মানুষ দাস শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হন, তাদের পুনর্বাসন প্রকল্পেও বরাদ্দ ছাঁটাই করেছে মোদি সরকার। তপসিলি জাতি উন্নয়ন ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। সরকার স্বচ্ছ ভারতের ঢাক বাজালেও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে। বরাদ্দ কমিয়েছে পানীয় জল প্রকল্পেও। একইভাবে তপসিলি উপজাতির উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ উন্নয়ন, পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল প্রকল্পেও বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে।

ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন অন দলিত হিউম্যান রাইট (এন সি ডি এইচ আর) গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছে, তপসিলি উপজাতি জন্য বরাদ্দ ৫, ০৫,০১৫ কোটি টাকা প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২, ২৯, ২৪৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে মাত্র ৮১, ১৫৫ কোটি টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে গেছে। বাকি ১, ৪৮, ০৮৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে নন-টার্গেটেড স্কিমে, যার কতটুকু তপসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের কাছে পৌঁছেছে বলা শক্ত। এ বছর এস সি-দের জন্য বরাদ্দ ৩১৫টি প্রকল্প এবং এসটিদের জন্য বরাদ্দ ২২৬ টি প্রকল্পকে নন-টার্গেটেড আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি সুবিধা এস সি, এস টি মানুষের কাছে পৌঁছানো আরও কমে যাবে।

এস সি-দের ক্ষেত্রে ৩৫.৬ শতাংশ এবং এস টি-দের ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘোষণার আড়ালে নানা খাতে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। তা ছাড়া ঘোষিত বরাদ্দ টাকার পুরোটা না দেওয়ার যে ট্র্যাডিশন তাতে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া কিছু নয়। তা ছাড়া ডাইরেক্ট বেনিফিটের সুবিধা কমানো হয়েছে। নানা অছিলায় সুবিধা আটকে দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

আশাকর্মীদের জন্য ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মাসিক বেতনের দাবি

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন ৪ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য বাজেটে আশাকর্মীদের জন্য ৫০০ টাকা ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁদের মাসিক বেতন ৩০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৩৫০০ টাকা হল। এ-রাজ্যে ৫০ হাজারের বেশি আশাকর্মী গ্রামীণ প্রাথমিক ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করেন। তাঁদের কাজের ব্যাপ্তি অপরিসীম, ট্রেনিং-এর কোনও শেষ নেই। এখন আবার নতুন ট্রেনিং চলছে, তাতে সমস্ত রকম রোগেরই খোঁজখবর নিয়ে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রোগী খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হবে।

আশাকর্মীদের প্রায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই করতে হবে। অথচ তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারেরই অত্যন্ত অবহেলা দেখা যাচ্ছে। এমএলএ-এমপিদের মাইনে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, স্বজনপোষণের জন্য টাকা ওড়ানো চলছে। আর আশাকর্মীদের ক্ষেত্রে মাত্র ৫০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা প্রকারান্তরে পরিহাসেরই নামান্তর। আমরা পশ্চিমবঙ্গে আশাকর্মীদের জন্য ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মাসিক বেতনের দাবি জানাচ্ছি।

ট্রেনের দাবিতে জেনারেল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন

দীঘা-হাওড়া পাঁচ জোড়া, দীঘা-খড়গপুর তিন জোড়া, হলদিয়া-পাঁশকুড়া তিন জোড়া ট্রেন অবিলম্বে চালু, ডহরপুর, তালপুকুর, মানিকতলায় ফ্লাইওভার নির্মাণ, নন্দীগ্রাম রুট এখনই তৈরি করে ট্রেন চালু, মেচেদায় সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ, রাজগোদা থেকে মেচেদা নতুন ট্রেন লাইন চালু, চন্দ্রকোণা রোড থেকে পাঁশকুড়া ভায়া ঘাটাল নতুন ট্রেন লাইন চালুর দাবিতে ২৯ জানুয়ারি তমলুক পৌর নাগরিক সমিতির পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জি এম-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জিএম তমলুক স্টেশন পরিদর্শন করতে এলে সমিতির তরফে স্মারকলিপি তুলে দেন শিক্ষক রঞ্জিত জানা, অশোকতরু প্রধান, বিষ্ণুপদ কারক, লেখা রায় প্রমুখ। জি এম অবিলম্বে একজোড়া ট্রেন দিঘা থেকে হাওড়া পর্যন্ত চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে রাজ্য সরকারের সহায়তায় দুটি ফ্লাইওভার (ডহরপুর ও তালপুকুর) নির্মাণ করা হবে বলে জানান তিনি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com